R.N. No.2532/87 Ph.-266228 (Press), 267228 (Resi.) / STD 03483 P. Regd. No.WB/MSD/05

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।

ইউনাইটেড ব্রীক্স

ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483 - 264271
M - 9434637510

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৭ বর্ষ
১৮শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৯শে ভাদ্র বুধবার, ১৪১৭।
১৫ই সেপ্টেম্বর ২০১০ সাল।
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক : ১০০ টাকা

ডাক্তারদের পকেটে, নার্সিংহোম মালিকদের পকেটে নোটের বাণ্ডিল – রোগী মরছে মরুক

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর হাসপাতালকে ঘিরে রঘুনাথগঞ্জ শহরের ডাক্তার, ওষুধের দোকান, প্যাথোলজি সেন্টার, নার্সিং হোম থেকে উঠতি ওষুধ প্রস্তুতকারকদের মধ্যে একটা বোঝাপড়ায় চলছে লুঠের রাজত্ব। স্বাস্থ্য বিভাগ, ড্রাগ কনট্রোল বোর্ড, প্রশাসন সব কিছু জেনেও কিছু জানে না। একজন ডাক্তারের প্রেসক্রিপসনের ওষুধ নির্দিষ্ট দু'একটা দোকান ছাড়া মেলে না। এই পরিস্থিতিতে হাসপাতাল চত্বরে গজিয়ে ওঠা দোকানগুলো বা শহরে ডাক্তারদের চেম্বার লাগোয়া দোকানগুলো রোগীর চাপ সামাল দিতে হিমসিম খাচ্ছে। অভিযোগ হাসপাতালে ডাক্তারের তত্বাবধানে ভর্তি হলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ঐ ডাক্তারই রোগীর আত্মীয়দের নির্দিষ্ট দোকান থেকে ওষুধ কিনে আনতে চাপ দেন। তাতে বাগড়ি মার্কেটের দু'নম্বরী ওষুধ থাকলেও কিছু এসে যায় না। দোকানদার বা ঐ বাজারিয়া ওষুধ প্রস্তুত কারকদের কাছ থেকে নোটের প্যাকেট এলেই ডাক্তাররা খুশি। সেবার মানসিকতা তাদের মধ্যে নেই বললেই চলে। তাই এই ডামাডোলের বাজারে অনেক ডাক্তার ১০০ থেকে লাফিয়ে ১৫০ টাকা ভিজিট করে দিয়েছেন। এ আক্ষেপ এক বেঁচে থাকতেই বেঁচে থাকতে হয়, সেই শ্রেণীর এক অসুস্থ লোকের।

হাসপাতালের বেশীরভাগ ডাক্তারের লক্ষ্য কিভাবে রোগীকে নার্সিং হোমে স্থানান্তরিত করা যায়। হাসপাতালের কোন ডাক্তার রোগীর শরীরে রক্ত না থাকার কারণ জানিয়ে অপারেশনে আপত্তি জানালেও, ঐ রোগীকে অন্য ডাক্তারের প্রভাবে নার্সিংহোমে ভর্তি করতে বাধ্য হন রোগীর লোকজনেরা। শেষে যথা সর্বস্ব খুইয়ে রোগীকে ঘরে ফেরাতে পারে না। রোগী মারা যায়। কোথাও নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ, কোথাও ডাক্তার নিজেদের কুকীর্তি চাপা দিতে মৃত রোগীর আত্মীয়দের টাকা দিয়ে প্রভাব (শেষ পৃষ্ঠায়)

নির্যাতিতা গৃহবধূ ও তাঁর শিশুপুত্রের খোরপোষ মঞ্জুর

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর বারের আইনজীবী রণজিৎ পাণ্ডের নির্যাতিতা পুত্রবধূ সায়নী পাণ্ডে তাঁর ও শিশু পুত্রের খোরপোষের আবেদন জানান কৃষ্ণনগর কোর্টে। তার প্রেক্ষিতে বিচারক সায়নীর জন্য ৭০০০ টাকা এবং তাঁর শিশু-পুত্রের ভরণপোষণে ৩০০০ টাকা প্রতি মাসে আসামী পক্ষকে দেবার নির্দেশ দেন। এছাড়া ৩০৭ ধারায় বধূ নির্যাতনের মাওলাও সেসন কোর্টে চালু হয়েছে বলে জানা যায়। উল্লেখ্য, গত ২৩ আগষ্ট ২০০৯ নদীয়ার তেহট্ট থানার পুলিশ অভিযুক্ত আসামীদের গ্রেপ্তারের উদ্দেশ্যে রণজিৎ পাণ্ডের রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলার বাড়ীতে ছাপা মারে। কিন্তু স্থানীয় থানার পুলিশের কারসাজিতে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার ব্যর্থ হয়। পরবর্তীতে অভিযুক্তরা হাইকোর্ট থেকে জামিন নেন। রণজিৎ পাণ্ডের একমাত্র পুত্র অমিতাভর নির্যাতিতা স্ত্রী সায়নী।

সহ-প্রধান শিক্ষকের বিদায় সভায় এক শিক্ষকের অসভ্যতা

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর হাই স্কুলের সহ-প্রধান শিক্ষক গৌরীশঙ্কর ঘোষের বিদায় অনুষ্ঠানে ঐ স্কুলেরই শিক্ষক অসীম সিংহর স্বরচিত কবিতা পাঠ 'কলির ভগবান' সভায় রীতিমত উত্তেজনা আনে। গৌরীবাবুকে হেয় করেই কবিতাটি লেখা। একজন শিক্ষকের এই ধরনের রুচিবোধ ছাত্র ও উপস্থিত অভিভাবকদের অবাক করে। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে ৩১ আগষ্টের বিদায়ী সভার সঞ্চালক বায়ো সায়েন্সের শিক্ষক প্রদীপ ব্যানার্জীর দিকে অনেকে আঙ্গুল তোলে। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে স্কুলের নবীনবরণ ও গৌরীবাবুর অবসরকালীন অনুষ্ঠানকে ঘিরে শিক্ষকদের দুটো গৌষ্ঠীর মধ্যে গণ্ডগোলে স্কুলের শান্তি ভঙ্গ হয়। ঐদিন কয়েকটি ক্লাসও বন্ধ থাকে বলে খবর।

ধুলিয়ান পুর এলাকার উন্নয়ন নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ান পুর এলাকার সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে রাস্তার ধারের দখলীকৃত দোকান ঘর বা যে কোন বেআইনী জবরদখল উচ্ছেদ করে রাস্তা সম্প্রসারণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি নিয়ে বামফ্রন্ট পরিচালিত ধুলিয়ান পুরসভার পক্ষ থেকে গত ২৮ আগষ্ট এক সর্বদলীয় বৈঠক ডাকা হয়। আলোচনা সভায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, ব্যবসায়ী ও বুদ্ধিজীবীদের মতামত প্রাধান্য পায়। বিধান সরণী থেকে শুরু করে শিবমন্দির পর্যন্ত রাস্তার দু'ধারের জবরদখলকারীদের উচ্ছেদ করে রাস্তা চওড়া করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। মহঃ আজাদ আলি একটা সর্বদলীয় কমিটি গঠন করার প্রস্তাব দেন। ষষ্ঠীচরণ ঘোষ এতে সমর্থন জানান।

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান

গৌতম মনিয়া

ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোনঃ২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৯শে ভাদ্র বুধবার, ১৪১৭

নব বিস্ফোরণ

অভাগা এই দেশে সর্বত্র বিচিত্র বিস্ফোরণ চলিতেছে। নানা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এই সব বিস্ফোরণ। আর তাহাদের চরিত্রও অদ্ভুত। প্রত্যেক বিস্ফোরণই জনচিত্তে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিতেছে। কোনও কোনওটি মানুষের জীবন লইয়া যেন গেণ্ডুয়া খেলিতেছে। কে বা কাহারা, কখন যে ইহার শিকার হইবে, বলা সম্ভব নহে। প্রাদেশিক স্তরে, কেন্দ্রীয় স্তরে বিস্ফোরণ – জীবনকে জেরবার করিয়া তুলিয়াছে ; মানুষের (বিশেষ বিশেষ) আত্মসম্মানকে ধূল্যবলুণ্ঠিত করিয়াছে ; দ্বিধাহীনভাবে প্রাণে মারিতেছে ; ধনসম্পদ তছনছ করিয়াছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশের সম্মানকে বিনষ্ট করিবার উপক্রম করিয়াছে।

তবে বিস্ফোরণ যেমন ধরনের হউক না কেন, তাহা সংবাদপত্রসমূহের খোরাক হইতেছে। উগ্রপন্থীদের বোমা বিস্ফোরণ প্রাণ লইতেছে ; মাফিয়া ডনদের বিস্ফোরণ একই কর্মে লিপ্ত হইলেও একটু বৈশিষ্ট্যময় এই যে, উভয়েই কোন কোন বিদেশী রাষ্ট্রের মদতপুষ্ট হইয়া দেশের অগ্রগতি ও জসংগতিকে বিনষ্ট করিতেছে।

এই রাজ্যে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত পুর নির্বাচনের পর অত্যাচার-সন্ত্রাস ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়াও এক প্রকারের বিস্ফোরণ। কারণ তাহা দিনের পর দিন মানুষের মনে ক্ষোভের লাভা সঞ্চার করিতেছে। অতঃপর কোন্ সময়ে যে তজ্জনিত বিস্ফোরণ ঘটিবে, কে বলিতে পারে ? ফরাসী বিপ্লব, রুশ বিপ্লব ইত্যাদিও এক প্রকারের বিস্ফোরণ ছিল।

সে যাহা হউক, যে বিস্ফোরণ আজ একটি স্বাধীন দেশকে এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে ফেলিয়াছে, তাহার তুলনা নাই। অন্য স্বাধীন দেশের নাগরিকের সামনে এই অভাগা স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক স্বীয় মর্যাদায় মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে বোধ করি, সঙ্কোচ অনুভব করিবেন। কেন না ইহা যে অনৈতিক আর্থিক লেনাদেনা সম্পর্কিত।

চিঠিপত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

রাজনৈতিক ভ্রষ্টাচারে ফাঁসিতলার পাঠশালা এখন অন্য নামে

১৯৭৮ সালে রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলায় প্রাথমিক বিদ্যালয় 'পাঠশালা' প্রতিষ্ঠা করেন স্বর্গীয় যামিনীরঞ্জন ব্রহ্ম। এই নামেই প্রাথমিক বিদ্যালয়টি জনসাধারণের কাছে বিশেষ পরিচিত। হঠাৎ কিছুদিন আগে লক্ষ্য করলাম পাঠশালার নাম এবং প্রতিষ্ঠাতার নাম মুছে ফেলে সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে 'পরমেশ পাণ্ডে স্মৃতি জনশিক্ষা কেন্দ্র'। এই ধরনের নক্কারজনক পদক্ষেপের প্রতিবাদে আমি বর্তমান পুরবোর্ডের ক্ষমতাপ্রাপ্ত সদস্য ও প্রাক্তন পুরপিতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যর সঙ্গে পুর দপ্তরে দেখা করি এবং এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করি। তিনি বলেন – 'আমি এসব তো কিছুই জানি না। এ আবার হয় নাকি। প্রতিষ্ঠাতার নাম মুছে ফেলে অন্য আর একজনার নাম ! পাঠশালা স্কুলে পাণ্ডেবাবুর কি অবদান আছে ? তিনি চেয়ারম্যান ছিলেন বলে। তাহলে সব চেয়ারম্যানের নামেই একটা করে স্কুল খুলতে হয়। আমি ২০ বছর চেয়ারম্যান ছিলাম। তাহলে এপারে ওপারে অনেক স্কুলেই আমার নাম বসাতে হয়।' মৃগাঙ্কবাবু আরো বলেন – 'পাণ্ডেবাবু কোটি কোটি টাকা রেখে গেছেন। তার ছেলেদের বলুন ঐ স্কুলে একটা হল ঘর নির্মাণ করে 'পাণ্ডেবাবু স্মৃতি কক্ষ' লিখে দিক। এতে কারো কোন আপত্তি থাকবে না। আপনার অভিযোগ আমি সমর্থন করি। আপনি যান আমি দেখছি।' কিন্তু কোন পরিবর্তন হয় না। এক মাস পর আবার পার্টি অফিসে মৃগাঙ্কবাবুর সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি আমাকে দেখেই বলে উঠলেন – 'সেন্টুকে সাইনবোর্ডটা খুলে নিতে বলেছি। সেন্টু খুব অন্যায় করেছে সাইন বোর্ডটা দিয়ে।' এরপরও ১৫ দিন হয়ে গেল। 'পরমেশ পাণ্ডে স্মৃতি জনশিক্ষা কেন্দ্র'র যথারীতি জায়গা দখল করে আছে। একজন দায়িত্বশীল লোকের কথার যদি কোন জমা খরচ না থাকে তবে কার কাছে প্রতিবিধান চাইব। মনকে প্রবোধ দিই – ইস্কাপনের দেশে এটাই রীতি। তাই জনগণের কোর্টে বল ছুঁড়ে দিলাম। এখন জনগণই এর বিচার করুন।

শ্রীসুভাষ সেনগুপ্ত, রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলা

ছাত্র-মেধা ও জয়েন্ট এন্ট্রান্স

শীলভদ্র সান্যাল

সাম্প্রতিককালে দেখা যাচ্ছে যে, হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষার পর পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয়ের সেরা ছাত্ররা জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে ডাক্তারি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার ব্যাপারে যে পরিমাণ আগ্রহী ; পদার্থবিদ্যা, রসায়ণ বা গণিতকে সাম্মানিক বিষয় হিসেবে বেছে নিয়ে কলেজে পড়তে সেই পরিমাণে অনিচ্ছুক। বিদ্যালয় শিক্ষার শেষে ছাত্র-মেধার এই প্রবণতা স্বভাবতই শিক্ষামন্ত্রক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিদ্‌দের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। দেশের ছাত্র মেধার উৎকৃষ্ট অংশের প্রায় সবটাই যদি চলে যায় হাতে গোণা ডাক্তারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলোর দখলে, অনার্স ডিগ্রি কলেজগুলো তবে করবেটা কী ? ছাত্র-মেধার উচ্ছিষ্ট অংশটুকু নিয়েই কি তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে ?

এই নিয়ে জনৈক বন্ধুর সঙ্গে তর্ক হচ্ছিল সেদিন। আমি বললাম, তবে কি দেশে কেবল ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার তৈরি হবে ? আর বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় ঢুকবে কেবল মধ্য মেধার ছাত্ররা ? প্রতিশ্রুতিবাদ বৈজ্ঞানিকরা তবে তো আগামী দশ বছর দেশ থেকে উবে যাবে ?' 'প্রখর বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন' বাল্যবন্ধুটি বললে, 'রাখ্ তো ও সব সস্তা সেন্টিমেন্ট ; আজকাল একটা ছেলে মাত্র চার বছরে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে একটা ডিগ্রি বাগিয়ে ক্যাম্পাসিং এর মাধ্যমে বে-সরকারি কোম্পানিতে ঢুকে যাচ্ছে। মান্থলি পে কমবেশি পঞ্চাশ হাজার টাকা। কিংবা একজন ডাক্তারের সরকারি চাকরি, নার্সিংহোম, প্রাইভেট প্রাকটিস সব মিলিয়ে মাসিক রোজগারের কথাটা একবার ভাবতো। এ সব ছেড়ে কোন দুঃখে সে জেনারাল লাইনে পড়তে যাবে শুনি ? বুঝলি ভাই টাকা টাকা ; টাকার নিরিখে আজকাল সব যাচাই হয়। প্রতিপত্তি ও সম্মান, সোসাল স্টাটাস – সব।'

মনে হল, বন্ধু খুব একটা ভুল বলেনি। বরং বেশিরভাগ স্কুল পড়ুয়া-র অভিভাবকদের মনের কথাটাই সে বলেছে। আজকাল যে সব ছাত্র জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে ভাল র‍্যাঙ্কিং এর জন্য জান লড়িয়ে দিচ্ছে, তাদের অধিকাংশের পেছনেই রয়েছে অভিভাবকদের 'সৎ' প্ররোচনা সপ্তম - অষ্টম শ্রেণী থেকেই তাদের মগজ ধোলাই শুরু হয়ে যায়। এই বোধটি তখন থেকেই তাদের সুকুমারমতি মনের অবচেতনস্তর পর্যন্ত ঢুকিয়ে দেওয়া হয় যে, ছাত্র জীবনে কেরিয়ার গড়ার সেরা রাস্তা হল, ডাক্তারি অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ার সুযোগ এবং তার জন্য তাকে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় ভাল 'ফল করতেই হবে। 'একবার না পারলে দেখ বার বার'। আর এ তো কথার কথা নয়, বাস্তব সত্য। প্রথমবার র‍্যাঙ্কিং ভাল না হওয়ায় সে মোটেই ভেঙে পড়ছেনা, বরং একটা জেনারাল কলেজে নাম লিখিয়ে দ্বিগুণ উদ্যমে পরের বারের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ছে। আর আজকাল তো হাত বাড়ালেই কোচিং সেন্টার। কলকাতা, শহরতলি মফস্বল, সর্বত্রই রমরমা বাজার এখন ওদেরই। মোটা রকম টাকা ফেল, বিনিময়ে তুলে নাও ঝকঝকে ক্যারিয়ার গড়ার ভবিষ্যৎ। ডাক্তাররা যেমন নার্সিংহোমে যান উপরি ইনকামের আশায়, কোচিং সেন্টারগুলোও তেমনি অধ্যাপকদের বাড়তি ইনকামের জায়গা। সেখানে জয়েন্ট এন্ট্রান্সে প্রশ্নের ধাঁচ ধ'রে ট্রেনিং দেওয়া থেকে শুরু করে 'মক্ টেস্ট' পর্যন্ত করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পরবর্ত্তীকালে কোচিং সেন্টারগুলির সাফল্যের খতিয়ান কাগজে ফলাও ক'রে ছাপা হচ্ছে। জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষাকে কেন্দ্র ক'রে এইরকমই এক বিপণনের বাজার দেশজুড়ে তার জাল বিস্তারে করে চলেছে এবং এই জালে অনিবার্যভাবেই ধরা পড়ছে – উচ্চাভিলাষী ক্যারিয়ারিস্ট ছাত্রের দল। একে ঘিরে আবার গড়ে উঠছে দুর্নীতির চক্র যারা প্রচুর অর্থের বিনিময়ে সাপ্লাই দিচ্ছে ভুয়ো ক্যাণ্ডিডেট। এরা করছে কি – অন্যের হয়ে পরীক্ষা দিয়ে 'তাকে' মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাইয়ে দিচ্ছে। যারা নিতান্ত হতভাগ্য, কিন্তু বাপের টাকার জোর আছে, তাদের একটা অংশ আবার চলে যাচ্ছে মুম্বাই, পাটনা, ব্যাঙ্গালুরু ; কারণ ডাক্তার তাকে হতেই হবে, তার জীবনের পরম মোক্ষ। কারণ, একটা ডাক্তার হওয়া মানে, মাসিক লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগারের উপায় হাসিল, গাড়ি-বাড়ি-নারী – সব মিলে সে এক অনন্ত সুখ স্বর্গের চাবিকাঠি কব্জা ক'রে নেওয়া।

আবার এক ধরনের ছাত্র-অভিভাবক আছেন যাঁরা একটু ভিন্ন রকম ধ্যান ধারণায় বিশ্বাসী। তাঁরা কমবেশি আট বছরে একটা ডাক্তার হওয়ার চেয়ে মাত্র চার বছরে (৩য় পাতায়)

ছাত্র মেধা ও জয়েন্ট এন্ট্রান্স

(১ম পাতার পর)

একটা ইঞ্জিনিয়ার হওয়া অনেক বেশি পছন্দ করেন। অল্প সময়ে মোটা বেতনের চাকরি বাগানো। বে-সরকারি কোনও ভাল কোম্পানিতে ঢুকতে পারলেই মাসিক কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার তো বটেই।

শুধু তাই নয়, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার সাথে সোশ্যাল স্টাটাসের প্রশ্নও ভীষণভাবে জড়িয়ে গেছে আজকাল। বিয়ের বাজারের বিজ্ঞাপনগুলো দেখলেই সেটা দস্তুর মত মালুম হয়। ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার সি-এ, তারপর অন্য প্রফেসনের পাত্র চাওয়া হয়।

সে যাক। ছাত্রদের জেনারাল সায়ান্সের অভিমুখী করার জন্য কি উচ্চস্তরে কোনই চিন্তা-ভাবনা হচ্ছে না ? হচ্ছে বৈকি। গত জুন মাসে ডিপার্টমেন্ট অব্ সায়ান্স অ্যাণ্ড টেকনোলজি (ডিএসটি) গভর্নমেন্ট অব ইণ্ডিয়া; ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে ওই বিশ্ববিদ্যালয়েই নদীয়া জেলার দশটি স্কুলের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে ছ'দিনের সায়ান্স ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। তার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এই অধমেরও যাওয়ার সুযোগ ঘটেছিল। জানা গেল, ভারত সরকার দেশজুড়ে এমনই এক প্রজেক্ট শুরু করেছেন, যাকে বলা হচ্ছে স্কীম ফর আর্লি অ্যাট্রাকসন অব ট্যালেন্টস্ ফর সায়ান্স – সংক্ষেপে সীটস (SEATS)। এর উদ্দেশ্য হ'ল, ছাত্রদের জেনারাল সায়ান্স পড়ার বিষয়ে ক্রমে ক্রমে আগ্রহী করে তোলা – বিশেষত: উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং আয়োজক অধ্যাপক মণ্ডলী প্রকাশ্যে স্বীকারও করে নিলেন যে, রাতারাতি এ বিষয়ে একটা বড় কিছু সাফল্য আসবে, এমনটা তাঁরা কেউই আশা করছেন না। এটি একটি দীর্ঘকালীন প্রক্রিয়া এবং আর্থ-সামাজিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এমন একটা সময় হয়তো একদিন আসবে, যেদিন উচ্চ মেধার ছাত্ররা উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে কারিগরি বিদ্যার পাশাপাশি সাধারণ বিজ্ঞানকেও পড়ার বিষয় হিসেবে বেছে নিতে শুরু করবে। কারিগরি বিদ্যার মায়ামৃগ আজ যেমন তাদের ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে – এমনটি সেদিন আর থাকবেনা হয়তো, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার মোহ ধীরে ধীরে কেটে গিয়ে উচ্চমেধাবিশিষ্ট ছাত্ররাই সাধারণ বিজ্ঞান অভিমুখী হ'য়ে উঠবে অথবা উভয়ের মধ্যে একটা ভারসাম্য রচিত হবে।

আয়োজনের কোনও ত্রুটি ছিল না। কলকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান-বিভাগের খ্যাতিমান অধ্যাপকদের নিমন্ত্রণ ক'রে আনা হয়েছিল, তাঁরা তাঁদের দীর্ঘ শিক্ষক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে সাধারণ বিজ্ঞান, বিশেষত: সান্মানিক বিজ্ঞান পড়ার গুরুত্ব কতটা, সে বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা করলেন। কম্পিউটারে প্রোজেকসনের মাধ্যমে দেখানো হল। পৃথিবীর বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাস এবং যুগে যুগে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের যুগান্তকারী আবিষ্কারসমূহ। বর্তমান ভারতবর্ষে বিজ্ঞান গবেষণা এখন কোন্ পর্যায়ে উন্নীত সে-সম্বন্ধেও একটা সাধারণ জ্ঞান দেওয়ার চেষ্টা হল। তুলে ধরা হল, ভারতে বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার বিজেতাদের অবিস্মরণীয় অবদানগুলি ; এমন কি সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অঙ্কবিদ রামানুজের বিচিত্র প্রতিভার কথা – সেও আলোচনায় উঠে এল। স্বনামধন্য অধ্যাপকদের সমৃদ্ধ আলোচনায় সেদিন মন্ত্রমুগ্ধ ছিল ভিড়ে ঠাসা গোটা অডিটোরিয়াম হল। আমিও তাঁদের আলোচনা শুনতে শুনতে কখন ফিরে গিয়েছিলাম আমার ফেলে আসা ছাত্র জীবনে। ছিল ফিলম্ শো, সেমিনার, সিম্পোসিয়াম এবং পরপর ছ'দিন ধরে বিভিন্ন স্কুল থেকে আগত ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সায়ান্স ক্যাম্প – এতদঞ্চলে যা প্রথম। আর এতসব কিছুর যে বিপুল আয়োজন তার উদ্দেশ্য ওই একটাই, ছাত্রদের ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞানমুখী ক'রে তোলা ; অর্থাৎ সান্মানিক বিজ্ঞানকে পাঠ্যবিষয় হিসেবে নির্বাচিত ক'রে তারা যাতে ভবিষ্যতে ক্যারিয়ার গড়ার ব্যাপারে ধীরে ধীরে আগ্রহী হ'য়ে ওঠে।

সন্দেহ নেই, উদ্দেশ্য সাধু, কর্মকাণ্ড বিপুল এবং ছাত্রদের থাকা-খাওয়া, বই কিনে দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিঃস্বার্থ অর্থব্যয়ও বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে – সবই মেনে নেওয়া গেল, কিন্তু এত সব কিছুর মধ্য দিয়ে কাজের কাজ কিছু হল কি ? অর্থাৎ ছাত্রদের এই বিপুল কর্মকাণ্ডের অংশীদার ক'রে তাদের কতটা সাধারণ-বিজ্ঞান-মুখী ক'রে তোলা গেল ?

এ মুহূর্তে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অবশ্য কঠিন। কোনও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কোনও কর্মকাণ্ড শুরু করার সাথে সাথেই যে একটা বিরাট কিছু সাফল্য এসে যাবে, এমনটা ভাবা ভুল। একটা সায়ান্স ক্যাম্পই যে রাতারাতি ছাত্রদের মগজে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়ে ফেলবে – ব্যাপারটাও তো সেরকম নয়। বরং ছাত্রদের মনে থাকবে অনেক সংশয় সন্দেহের দোলা, মানসিক ধ্যানধারণার প্রচলিত পরিকাঠামো থেকে তারা চট্ ক'রে বেরিয়ে আসতে চাইবেনা, এটাই তো স্বাভাবিক। বিশেষতঃ, চাকরির নিশ্চয়তা এবং সেই সাথে সামাজিক মর্যাদা ও আর্থিক নিরাপত্তা দেওয়ার বিষয়ে ডাক্তারি ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলো যেখানে সাধারণ কলেজগুলোর তুলনায় অনেকটাই এগিয়ে আছে। এছাড়া বর্তমানে, নির্মম পেশাদারিত্বের যুগে যেখানে অর্থের নিরিখেই সবকিছুর মূল্যায়ন হয়। (যদিও সংখ্যায় কম হলেও, এমন উদাহরণও বিরল নয় যে, ডাক্তারি ইঞ্জিনিয়ারিং লাইনে না গিয়ে কোনও কোনও মেধাবি ছাত্র পদার্থ বা রসায়ন বিদ্যায় অনার্স নিয়ে পড়ছে শুধুমাত্র বিষয়টিকে ভালবেসে।)

এ-সব প্রশ্ন তোলাতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক জানালেন যে, এ সব বিষয় সম্বন্ধে তাঁর দস্তুর মত ওয়াকিবহাল। তবু তাঁরা আশাবাদী যে, ছাত্ররা একদিন এদিকে চোখ ফেরাবে, অর্থাৎ ডাক্তারি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার পাশাপাশি সাধারণ বিজ্ঞানের প্রতিও সমানভাবে আগ্রহী হয়ে উঠবে। আর্থ-সামাজিক বিবর্তনের ভেতর দিয়ে এখনকার সমাজের চেহারাটা সেদিন আর রইবেনা হয় তো – ছাত্র মেধার যে উৎকৃষ্ট অংশ এখন জয়েন্ট এন্ট্রান্সের মুখাপেক্ষী, সেই অংশের কিছুটা হলেও হয়তো একদিন মুখ ফেরাবে এদিকে। অন্ততঃ শতকরা পঁচিশ শতাংশও যদি হয়, তা-ই বা কম কী ? আস্তে আস্তে সেটা বাড়বে। তাঁরা প্রাথমিক পর্যায়ে ছোট ছোট লক্ষ্য সামনে রেখেই পায়ে পায়ে এগোতে চাইছেন।

ছাত্রদের প্রতিক্রিয়া কী, সেটাও তো জানা দরকার। জিজ্ঞেস করলাম ওদের। প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে কলরোল ক'রে জবাব দিল ওরা ; যার অর্থ, গোটা প্রজেক্টই ওদের মনে একটা ইতিবাচক ছাপ ফেলে গেছে। গোটা ব্যাপারটাই ভীষণরকম উপভোগ করেছে ওরা। ওদের ওই প্রবল উৎসাহ আর তাজা প্রাণের সজীব উচ্ছ্বাস দেখে বড় ভাল লাগল আমার। আলো-ছায়ার নক্সা-কাটা, স্পষ্ট-অস্পষ্ট একটা ছবিও যেন ভেসে উঠল চোখের সামনে। ভাবলাম, এদের মধ্যে হয়তো অনেকেই আগামী বছর জয়েন্ট এন্ট্রান্স দিয়ে চলে যাবে ডাক্তারি-ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে। স্বেচ্ছায় অথবা বাবা-মায়ের চাপে পড়ে। তবু এই সায়ান্স-ক্যাম্পকে ঘিরে ওদের এই যে সমবেত প্রবল উৎসাহ - হয়তো তার ভেলরই লুকিয়ে আছে আগামী দিনের কোনও প্রতিশ্রুতি আর সম্ভাবনাময় আশার ভবিষ্যৎ, যেদিন উচ্চ মেধার ছাত্ররাও এদিক পানে চোখ ফেরাবে অর্থাৎ কারিগরি বিদ্যার পাশাপাশি সান্মানিক বিজ্ঞানকেও তারা সাদরে গ্রহণ করবে ; ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার গড়ার সিঁড়ি হিসাবে ব্যবহার করবে। তারই প্রথম পদক্ষেপরূপে কেন্দ্রীয় সরকার ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ প্রচেষ্টাকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারলাম না। 'প্রখর বাস্তব জ্ঞানসম্পন্ন আমার সেই তার্কিক বাল্য বন্ধুর অভিমতও একদিন বদলাতে পারে বৈকি। কারণ পারিপার্শ্বিক সমাজব্যবস্থা-শিক্ষাব্যবস্থা সবকিছুই তো এক ক্লান্তিহীন ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে কেবলই তার রূপ বদল করে চলেছে। পিরামিডের স্ফীংসের মত ধূসর ইতিহাসের সমূহ সাক্ষ্য বহন করার বিষম দায় তো আর কেউ তার ওপর চাপিয়ে দেয়নি। যে সে চিরকাল এক জায়গায় একইভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে!

রঘুনাথগঞ্জ হেড পোষ্ট অফিসে গ্রাহক পরিষেবা তলানিতে

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ হেড পোষ্ট অফিস বিল্ডিং নবসাজে সজ্জিত করতে সেখানে মারবেলসহ নানা কাজ চলছে বর্তমানে। তাই সম্প্রতি চারদিন সেখানে গ্রাহক পরিষেবা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ ছিল বলে অভিযোগ। এরফলে রেকারিং ডিপোজিটের মেয়াদ পূর্ণ হলেও চেক পাননি অনেকেই। দীর্ঘ মাস চলে গেলেও কোন পাস বুকের সুদ কষা হয় না। মাঝে মধ্যেই সেখানে পোষ্ট কার্ড, পোষ্টাল অর্ডার, রেভিনিউ ষ্ট্যাম্প বা বিভিন্ন ডাক টিকিট পাওয়া যায় না। লোক অভাবের কারণ দেখিয়ে মানুষকে হয়রান করা হচ্ছে দিনের পর দিন। বহু মানুষ বেসরকারী সংস্থাগুলোতে টাকা রাখতে বাধ্য হচ্ছেন। এখানে দীর্ঘদিন ধরে কর্মীর অভাব থাকলেও পোষ্টাল সুপার কোন গা করেন না। বেহাল অবস্থা ঘোড়শালা সাব পোষ্ট অফিসেরও। পোষ্টাল সুপার আগামী বছর অবসর নিচ্ছেন। তাই কোন ব্যাপারেই নাকি উদ্যোগ নিচ্ছেন না তিনি বলে অধঃস্তন কর্মীদের ধারণা।

ডাক্তারদের পকেটে

(১ম পাতার পর)

খাটিয়ে মুখ বন্ধ করে দেয়। জঙ্গিপুর হাসপাতাল চত্বরের এক ওষুধের দোকানদার ডাক্তারের বখরা দিতে কিভাবে দুঃস্থ রোগীর আত্মীয়স্বজনকে শোষণ করে তার একটা দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলো – রঘুনাথগঞ্জ বালিঘাটার ভ্যানচালক মোজাম্মেল সেখের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী জঙ্গিপুর হাসপাতালে ডাঃ সোমনাথ সেনের তত্ত্বাবধানে ভর্তি হলে তার সিজার করেন ডাক্তার। ডাক্তারের নির্দেশে এক দালালের মাধ্যমে মোজাম্মেল হাসপাতাল চত্বরের 'হাসান মেডিক্যাল' থেকে ওষুধগুলো নিয়ে আসেন। মোট বিল হয় ৫১০০ টাকা। দুঃস্থ মোজাম্মেল ২৫০০ টাকা জমা দিলে তাকে হিসেব মতো ওষুধ দেয়া হয়। নামী কোম্পানীর পরিবর্তে বাগড়ীর দু'নম্বরি ইবোডাইম ১ এম.জি.। দাম নেয়া হয় ৩১০০.০০ টাকা। যেখানে ভালো কোম্পানীর দাম ৩১০.০০ টাকা। স্পাইনোগাইন ইনজেকসন দাম ৭০.০০, নিয়েছে ৭৩০.০০। এছাড়া সেলায়ের জন্য টু গ্লাইড সুতো, বাজারে ৩১০.০০ টাকায় বিক্রী হয় এবং একটা লাগে, সেখানে দুটোর দাম নেয়া হয় ৭০০.০০ টাকা। শেষে লোক জানাজানি হয়ে গেলে দোকানদার প্রভাব খাটিয়ে ঘটনাটা চাপা দেয়। জানা যায় ঐ দোকানের মালিকের বাবা এস.ডি.ও. অফিসের একজন স্টাফ।

পবিত্র ইফতার অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা : পবিত্র রমজান সংযমের মাস। সারাদিন উপবাসের পর তার সমাপ্তি ঘটে ইফতারের মাধ্যমে। রঘুনাথগঞ্জের বসুন্ধরা মডার্ণ রাইস মিলের ব্যবস্থাপনায় এক ইফতার অনুষ্ঠান হয়ে গেল গত ১ সেপ্টেম্বর মিল চত্বরে। প্রায় ২০০ জন উপবাসী ধর্মপ্রাণ মানুষ ঐ অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে পরিবেশকে প্রাণবন্ত করে তোলেন।

বিজ্ঞপ্তি

লোকশিল্পীদের পরিচয়পত্র প্রদান

শর্তাবলী

রাজ্যপাল মহোদয়ের ইচ্ছানুসারে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা লোকশিল্পীদের পরিচয়পত্র প্রদানের বিষয়টি অনুমোদন করেছেন। পরিচয়পত্র প্রদান সংক্রান্ত প্রক্রিয়া / শর্তাবলী নিচে উল্লেখ করা হল।

ক) জেলা ও মহকুমাস্তরে যে লোকশিল্পীরা (কণ্ঠ শিল্পী, নৃত্যশিল্পী, যন্ত্রশিল্পী, কারুশিল্পী, মৃৎশিল্পী, অভিনেতা-লোকআঙ্গিক) দীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন লোক-আঙ্গিকের চর্চায় নিবেদিত থেকে লোক সংস্কৃতির বহতা ধারাটি অব্যাহত রেখেছেন, তাঁদের কাছ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করা হবে।

খ) পরিচয়পত্রে সংশ্লিষ্ট লোকশিল্পীর নাম, ঠিকানা, বয়স/জন্ম তারিখ, পিতা/স্বামীর নাম, লোক-আঙ্গিকের নাম, শিল্পচর্চার ক্ষেত্র / ভূমিকা এবং ছবি থাকতে হবে (২টি)।

গ) পরিচয়পত্র তিন বছরের জন্য কার্যকর থাকবে এবং তিন বছর পর নবীকরণ করতে হবে ;

ঘ) জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিকের শংসার ভিত্তিতে পরিচয়পত্রগুলি নবীকরণ করা যাবে।

ঙ) সংশিল্ট জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিকগণ নিজ নিজ জেলায় নাম ঠিকানা ও অন্যান্য জরুরি তথ্যসহ লোকশিল্পীদের প্রামাণ্য তালিকা প্রস্তুত করবেন। সেই তালিকার ভিত্তিতে পরবর্তী সময়ে কাজ হবে।

চ) আবেদনপত্র জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, মুর্শিদাবাদ অথবা নিজ নিজ এলাকার মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

দূরভাষ নং : ০৩৪৮২-২৫২১৮৪
-২৭০২২৭
০৩৪৮৪-২৫৫৪৬১
০৩৪৮৩-২৬৬০৫২

স্বাক্ষর
জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি
আধিকারিক, মুর্শিদাবাদ

স্মারক নং ৯৬৩(২২) তথ্য / মুর্শিঃ তাং-৩-৯-১০

WALK-IN-INTERVIEW

গোবিন্দপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বৃত্তিমূলক শাখার জন্য অস্থায়ী ভিত্তিতে নৈশ প্রহরী নিয়োগ করা হবে।
শিক্ষাগত যোগ্যতা – অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ স্থানীয় ও বৈদ্যুতিক জ্ঞানসম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
সরাসরি সাক্ষাতের সময় : বেলা ১২টা
তারিখ - ২৬/০৯/১০
স্থান-কালীতলা এল.কে. হাইস্কুল, পোঃ-সম্মতিনগর, মুর্শিদাবাদ
যোগাযোগ-৯৭৩২৭৪২৫২৯

সম্পাদক
গোবিন্দপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়
পোঃ-কলাবাগ, (মুর্শিদাবাদ)

উৎসবে, পার্বণে সাজাব আমরা

❖ রেডিমেড ও অর্ডার মতো সোনার গহনা নির্মাণ।
❖ সমস্ত রকম গ্রহরত্ন পাওয়া যায়।
❖ পণ্ডিত জ্যোতিষমণ্ডলীদ্বারা পরিচালিত আমাদের জ্যোতিষ বিভাগ।
❖ মনের মতো মুক্তার গহনা ও রাজস্থানের পাথরের গহনা পাওয়া যায়।
❖ K.D.M. Soldering সোনার গহনা আমাদের নিজস্ব শিল্পীদ্বারা তৈরী করি।
❖ আমাদের জ্যোতিষ বিভাগে বসছেন –
অধ্যাপক শ্রীগৌরমোহন শাস্ত্রী
শ্রীরাজেন মিশ্র

স্বর্ণকমল রত্নালঙ্কার

হরিদাসনগর, রঘুনাথগঞ্জ কোর্ট মোড়
SBI এর কাছে, মুর্শিদাবাদ PH.: 03483-266345

NATIONAL AWARD WINNER 2008

Coolfi ICE CREAM
AN ISO 9001-2000

ডিলারশিপ ও পার্টি অর্ডারের জন্য যোগাযোগ করুন –
গোবিন্দ গাম্ভিরা
মির্জাপুর, পোঃ গনকর, জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন-০৩৪৮৩-২৬২২২৫ / মো.-৯৭৩২৫৩২৯২৯

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।